



আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

A H M Mustafa Kamal, FCA, MP
Minister
Ministry of Finance
Government of the People's
Republic of Bangladesh

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠাসমূহকে অধিকতর দক্ষ ও গতিশীল করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিত করা সম্ভব। শিল্প, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ন্যায় ইউটিলিটি, পরিবহন, যাতায়াত ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে তাদের কর্মদক্ষতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইতিবাচক অবদান রাখার পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এ সকল সংস্থা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য বিমোচনে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম।

এ প্রকাশনায় ৪৮টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংস্থাসমূহকে যথাক্রমে শিল্প, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি, পরিবহন ও যোগাযোগ, বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য, নির্মাণ এবং সেবা এই ৭টি সেক্টরে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকৃত ও সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ৪৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল প্রায় ১,৭০৭.৯৭ কোটি টাকা। কোভিড ১৯ পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৬টি প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জন করলেও রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বিশ্বমন্দা, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় ১২টি প্রতিষ্ঠান লোকসানের সন্মুখীন হয়েছে। উক্ত ১২টি প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৮-২৭.০৯ কোটি টাকা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সমুন্নতকরণের মাধ্যমে একটি দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় উন্নীতকরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ হাজার ২৮৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ভাড়াভিত্তিক ও তরল জ্বালানিনির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে নতুন নতুন গ্যাসকূপ খনন এবং এলএনজি আমদানিসহ জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

যোগাযোগ ও পরিবহন খাতের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সরকার অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে আধুনিকতম প্রযুক্তিতে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছে। ২৫ জুন ২০২২ তারিখে সেতুটি যানবাহন চলাচলের লক্ষ্যে খুলে দেয়া হয়েছে। ফলে রাজধানী টাকার সাথে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দূরত্ব ও যাতায়াতের সময় হ্রাস পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ প্রভূত উন্নয়নে দেশের জিডিপি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল। ইতোমধ্যে টানেলের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে, চূড়ান্ত পর্যায়ের কিছু কার্যক্রম গ্রহণের পর অচিরেই টানেলটি জনগণের যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে যুগোপযোগী উৎপাদন, সেবার মান ও পরিসর বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচি চালুর পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি অংশিদারীত্বের (পিপিপি) আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণসহ শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ও বাজেটের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুতে পরিশ্রম ও অবদানের জন্য আমি অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছি। আমি আশা করি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহের জন্য প্রণীত এ বাজেট সরকারি নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন, গৃহীত কার্যক্রম পরিবীক্ষণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণসহ সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ঢাকা

২৫ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি